৯ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা

মাতৃভাষা-বার্তা

চৈত্র ১৪২৮-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
এপ্রিল-জুন ২০২২

মহাপরিচালক মহোদয়ের আমাই-এ যোগদান

দীর্ঘদিনের শূন্যতা পূরণ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখার স্মারক নং ০৫.০০.০০০০.১৪৬.৩৭.০০৯.২১-১৩০, ২৮ মার্চ, ২০২২ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ-কে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ০২ (দুই) বছর মেয়াদে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি ১০ এপ্রিল, ২০২২ তারিখ পূর্বাহ্নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগদানপত্র দাখিল করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখার স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৮.০০৮.১৫.২৫৫, ১৭ এপ্রিল, ২০২২ তারিখ মূলে এ বিভাগ কর্তৃক তাঁর যোগদানপত্র গৃহীত হয়।

ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণ মহাপরিচালক মহোদয়ের যোগদান উপলক্ষ্যে ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপন

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সকাল ১০:০০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ দিনে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। তাই ১৭ এপ্রিলকে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আমাই-এর মহাপরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধিত) নীতিমালা, ২০২১'-এর আলোকে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ হলেন গ্রেড ০২ থেকে ০৯ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান খান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন); গ্রেড ১০ থেকে ১৬ গ্রেডভুক্ত কর্মচারী, জনাব মোঃ বাচ্চু হাওলাদার, গাড়িচালক এবং গ্রেড ১৭ থেকে ২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারী, জনাব মোঃ জুলফিকার আলী, অফিস সহায়ক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ ৩০ মে ২০২২ তারিখে ইনস্টিটিউটের সভা কক্ষে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মনোনীত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মে/২০২২ মাসে উত্তোলিত মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ, ক্রেস্ট এবং সনদপত্র প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে
ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এপ্রিল-জুন ২০২২ কালব্যাপী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারগুলো হলো–

জাতীয় সেমিনার: 'মাতৃভাষা ও প্রতিবন্ধিতা'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ও এসডিজি ২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৫ জুন ২০২২ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক 'মাতৃভাষা ও প্রতিবন্ধিতা' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারটি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দুটি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক, অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রথম অধিবেশনে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালাইড সাইন্সেস, ঢাকা-এর সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাদিয়া সালাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডারস বিভাগ-এর পিএইচডি গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক তামান্না তাসকীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডারস বিভাগ-এর সহকারী অধ্যাপক শারমিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডারস বিভাগ-এর সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান তাওহিদা জাহান এবং ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মনিরা বেগম। প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচনা করেন ড. সালমা নাসরীন, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডা. সোনিয়া সুলতানা, খন্ডকালীন শিক্ষক, কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডারস বিভাগ ও কনসালটেন্ট, বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান সেমিনারের বিশেষ অতিথি, স্বাগত বক্তা, প্রবন্ধ উপস্থাপক এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয়কে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, 'মাতৃভাষা এবং সেই ভাষায় কথা বলতে গিয়ে মানুষ যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, সেই বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এবং উপস্থিত প্রবন্ধ উপস্থাপক ও আলোচকদের বিশেষায়িত ক্ষেত্র। তিনি মনে করেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মৌলিক দায়িত্ব হবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'মাতৃভাষা ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা' - এটিকে চিহ্নিত করার জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতার ফলে। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে মাতৃভাষা বিষয়ক ঘটনা সম্পৃক্ত থাকায় এটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্যও বৈশ্বিক হয়ে উঠেছে। আজকের সেমিনারে যে

বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে সেটিও বৈশ্বিক একটি বিষয়। অটিজম দেশীয় নয়, গ্লোবাল ইস্যু। এটিকে দেশীয় কনটেক্সটের বাইরে গিয়ে বৈশ্বিক ইস্যু হিসেবে দেখতে হবে। অটিজম এবং এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা কেবল বাংলাদেশের সমাজে নয় - সারা বিশ্বেই বিদ্যমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মতো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের অটিজমের মতো বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং এ বিষয়ে কাজ করার বিষয় তুলে ধরে বলেন যে, বিশ্বের আর কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অটিজম বিষয়ে সরাসরি কাজে সম্পৃক্ত থাকার কোনো উদাহরণ নেই। অটিজমকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে সেই বিষয়টিও তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

'মাতৃভাষা ও প্রতিবন্ধিতা' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপস্থাপিত পাঁচটি সেমিনার পেপার ১. The Nature of Social Communication of Bengali Autistic Children; ২. Analysis of Disability Exclusion from the Health Care Services; ৩. বাংলাদেশে 'ভাষিক যোগাযোগ স্বাস্থ্য'-একটি পেশাগত ক্ষেত্র প্রস্তাবনা ও স্বাস্থ্যখাতে এসডিজি বাস্তবায়ন সম্ভাবনা; ৪. বাংলা ভাষী ব্রোকা এ্যাফেজিকদের ব্যাকরণ বৈকল্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং ৫. Neuroimaging and Post Stroke Aphasia: Inside & Association in Bengali Population সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য প্রদান করেন।

সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষকরা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং এপর্বে আলোচনা করেন সিআরপি-র স্পিচ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি বিভাগ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সাইন্সেস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ শহীদুল ইসলাম মৃধা।

সভাপতির বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ শুরুতেই সেমিনারে উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সম্মানিত অংশগ্রহণকারীগণ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, মাতৃভাষা একটি মৌলিক অধিকার। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার মতো মাতৃভাষাও মানুষের অধিকার। শিশু ভাষার অধিকার নিয়ে জন্ম নেয়। কিন্তু অনেক শিশু নানা ধরনের সমস্যার কারণে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া বয়স্ক মানুষও স্ট্রোক, ট্রমাসহ নানা কারণে তার ভাষিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তিনি বলেন, আজকের সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহের মাধ্যমে মানুষের সেই ভাষাগত অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধার কারণ এবং তার প্রতিকারের নানা উপায় সম্পর্কিত তথ্য উঠে এসেছে।

সেমিনারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা, সরকারি স্কুল ও কলেজের প্রতিনিধিগণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক সেমিনার: 'Language Documentation Focusing on the Internal Structures of Languages'

২৯ জুন ২০২২ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক "Language Documentation Focusing on the Internal Structures of Languages" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারটি সকাল ০৯.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে Keynote Speaker-এর প্রবন্ধসহ মোট ০৬ (ছয়)-টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মাহবুবা আক্তার।

আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক

সেমিনারে Keynote Speaker হিসেবে Speech দেন Emeritus Professor David Bradley (Australia). তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো: "Why Language Documentation is Essential for Education and Community Development."

প্রথম প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে ছিলেন Dr. David A. Peterson (USA)। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো: "The crucial role of naturalistic texts in language documentation and description: Some lessons from work with languages of the Chittagong Hill Tracts"। প্রথম আলোচক হিসেবে ছিলেন Dr. Shisir Bhattacharja, Professor, Institute of Modern Language, University of Dhaka।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Dr. Muhammad Zakaria Rahmen (Japan); তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো: "Relative-correlative Clauses in Hyow (Khyang): Evidence of Contact-induced Changes." তৃতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Md. Mostafa Rashel (Bangladesh); তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো: "Copula Structures of Tripura Language Variety: Usoi"। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধের আলোচক হিসেবে ছিলেন Dr. Mian Md. Naushaad Kabir Associate Professor Institute of Modern Language, University of Dhaka.

চতুর্থ প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে ছিলেন Dr. Ester Manu-Barfo (Ghana); তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো: "An Overview of the Structure of the Dompo Language of Ghana"। পঞ্চম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Dr. Netra P. Paudyal (Germany); তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো: "Distribution of Classifiers and 'Measure Words' in Khortha"। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রবন্ধের বিষয়ে আলোচনা করেন Dr. Sayeedur Rahman Professor, Institute of Modern Language, University of Dhaka।

ভাষা কেবল মৌখিক বিষয় নয়; এর লিখিত রূপের গুরুত্ব অপরিসীম এবং সেটা করার ক্ষেত্রে ভাষা-কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার বিষয় এই সেমিনারে উঠে আসে।

ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষিত হয়। সমাপনী বক্তব্যে মহাপরিচালক বলেন 'পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের মধ্যে পাঁচটি মহাদেশ থেকে প্রবন্ধ উপস্থাপক ও আলোচকগণ আজকের সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। এই সেমিনারের ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।'

কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এপ্রিল-জুন ২০২২ কালব্যাপী চার (০৪) টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাগুলো হলো–

কর্মশালা-১: 'The 4th Industrial Revolition and its Impact on Education'

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণ এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষাক্ষেত্রে করণীয় নিরূপণের লক্ষ্যে ১৯ জুন ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা গবেষণাগার (৪র্থ তলা) **'The 4th Industrial Revolition and its Impact on Education'** শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক। সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মাহবুবা আক্তার। ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল। আলোচক হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন জনাব তাওহিদা জাহান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগের প্রফেসর ড. কাজী মুহাইমিন-আস-সাদিক। উক্ত কর্মশালায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মাহবুবা আক্তার বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন তার ফলশ্রুতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে তথা প্রযুক্তির প্রভাব ও প্রয়োগ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় যে সোনার মানুষের স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন তাদের বিজ্ঞানমনস্ক এবং প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা সরকারের লক্ষ, না হলে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রযাত্রায় আমরা পিছিয়ে পড়ব। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র আমাদের তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা 'সজীব ওয়াজেদ জয়' বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীদের ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিশেষ অতিথি জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা প্রথম শিল্প বিপ্লব, দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব ও তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের পথ পাড়ি দিয়ে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছি। তাই আমাদের নিজেদের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, ২০১৮ সালে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে প্রেরণ এবং বর্তমান সরকারের গ্লোবাল এজেন্ডা ২০৪১। এর মূল বার্তা বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে ICT নির্ভর একটি দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হলে নিত্য নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে এবং এক্ষেত্রে গুণগত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

প্রবন্ধ উপস্থাপক ড. লাফিফা জামাল অতিথিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি জনগণকে দক্ষ করে গড়ে তুলে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে কীভাবে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে ভূমিকা রাখা যায় সে ব্যাপারে আলোকপাত করেন। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি বলেন ভবিষ্যতে ৭৫ মিলিয়ন জব হ্রাস পাবে, সেই সাথে আরো ১৩৩ মিলিয়ন নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হবে। প্রযুক্তিকে সহজলভ্য করে ঐ সকল কাজের জন্য আমাদের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। আর সেক্ষেত্রে গুণগত শিক্ষাই শক্তিশালী টুল হিসেবে কাজ করবে। রোবট এবং মানুষ একসাথে কাজ করবে। তিনি আরো বলেন, প্রযুক্তির এই বিপ্লবে আমরা শুধু কনজিউমার হয়ে থাকবো না বরং আমরা ক্রিয়েটিভ হবো। প্রযুক্তি তৈরি করব। SDG বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই কেবল এ বিপ্লব সম্ভব।

শিক্ষাক্ষেত্রে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব আলোচনায় তিনি কিছু চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর আলোচনায় সাইবার সিকিউরিটি, ডিজিটাল সিকিউরিটির মতো বিষয়গুলো উঠে এসেছে। শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তির কোন দিকগুলো গ্রহণ করবে এবং কোনগুলো বর্জন করবে সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। শিক্ষকদের গুণগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো দক্ষ করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে ধারণাপত্র উপস্থাপক সেলফ লার্নিং এর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গণিতের সমন্বয়ে STEM-এর কথা ওঠে এসেছে। তিনি বলেন, "Investment in early childhood education is very important" শুধুমাত্র শহুরে জনগণ নয়, প্রান্তিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীকেই প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে বলে প্রবন্ধ উপস্থাপক তাঁর উপস্থাপনা শেষ করেন।

আলোচক তাওহিদা জাহান তাঁর আলোচনায় বলেন, শিক্ষার অবকাঠামো তৈরি, ডিজিটাল অবকাঠামো তৈরি এবং দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমেই শিক্ষাক্ষেত্রে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ফলপ্রসূ প্রভাব আনয়ন সম্ভব।

পরবর্তী আলোচক প্রফেসর ড. কাজী মুহাইমিন-আস-সাকিব তাঁর আলোচনায় বলেন, ক্রিটিক্যাল থিংকিং, ক্রিয়েটিভিটি ও কমিউনিকেশন এই তিনের সমন্বয়েই ৪র্থ বিপ্লবে শিক্ষায় বিপ্লব আনা সম্ভব। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে Language barier, Quality Education, Internet one stop service-এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচকগণ প্রশ্নের উত্তর দেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি এই কর্মশালা আয়োজনের জন্য আমাই-এর মহাপরিচালক মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রযাত্রায়

আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ ধরে রাখতে হবে। তিনি বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ের সবাইকে প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসা বড় চ্যালেঞ্জ। প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে না নিয়ে একটি শক্তিশালী টুল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা শুধুমাত্র বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য নয় সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানের-এ পর্যায়ে আমাই-এর মহাপরিচালক ড. হাকিম আরিফ সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রযাত্রায় সামিল হতে হলে আমাদের প্রযুক্তিতে উন্নত হতে হবে। ভাষাকে ভাষা হিসেবে নয়, বরং যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বাংলা ভাষাকে Digital ভাষা তথা মেশিন রিডেবল করতে হবে। Artificial Inteligency দিয়ে ভাষার আবেগকে যন্ত্রে রূপান্তরিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক জনাব মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির বলেন, আমরা আসলে প্রযুক্তির কাছে বাঁধা পড়ে গেছি। আমার হাতঘড়িটি একটু পর পর জানিয়ে দেয় যে আমি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি আমাকে এখন হাঁটতে হবে। আর এভাবেই প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল আমরা উপভোগ করব। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কর্মশালা-২: "নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য" শীর্ষক কর্মশালা

২৬ জুন ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত *"নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য"* শীর্ষক কর্মশালাটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। কর্মশালায় "নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ শব্দানুষঙ্গ" শীর্ষক ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন। ধারণাপত্রের ওপর আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. কর্মশালায় কাজী নজরুল ইসলাম এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, নজরুলকে নিয়ে বাঙালির আগ্রহের শেষ নেই। তাই সবার আলোচনার মধ্য দিয়ে নজরুল সম্পর্কে জানার যে সুযোগ তৈরি হয়েছে সেটার জন্য তিনি কর্মশালার আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, 'নজরুলের ভক্ত আমরা সবাই। নজরুলের যে সাহিত্য সম্ভার সেখানে বিশেষভাবে ভাষার যে বৈচিত্র্য, শব্দের যে ব্যবহার, এমনকি নতুন শব্দ তৈরি করে এবং প্রচুর বিদেশি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে আমাদের ভাষাকে তিনি এতো সমৃদ্ধ করেছেন যে, নজরুলের রচনার এই দিকগুলো নিয়ে গবেষণার কোনো শেষ নেই, হওয়া দরকার অনেক অনেক গবেষণা, যত বেশি এগুলো নিয়ে গবেষণা হবে, তত বেশি আমরা ঋদ্ধ হবো।' এই কর্মশালায় কথা বলতে পেরে, অনুষ্ঠানের অংশ হতে পেরে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালিকে যে "জয় বাংলা" উপহার দিয়েছিলেন সেটা স্মরণ করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

"নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য" শীর্ষক কর্মশালাটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.

স্বাগত বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মাহবুবা আক্তার বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম 'জাতীয় কবি' এবং 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে আমাদের সকলের কাছে পরিচিত। তিনি বাংলা সাহিত্যাকাশের ধ্রুবতারা। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, অনুবাদক, সংগীজ্ঞ, সুরস্রষ্টা, চিত্রপরিচালক, চিত্রনির্মাতা, সাংবাদিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ, সৈনিক, দার্শনিক ইত্যাদি বহু রকমের ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করেছেন। কবি নজরুল তাঁর প্রতিটি লেখাতেই শব্দ ও ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে তিনি আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু - সব ভাষার শব্দের মিলন ঘটিয়ে জন্ম দিয়েছেন এক নতুন ভাষার। তাঁর এই অনন্য সৃজনশৈলী বাংলা ভাষায় সৃষ্টি করেছে এক নতুন মাত্রা। এদেশের জাতীয় কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম সকলের কাছে পরিচিত।

ধারণাপত্র উপস্থাপক ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ কর্মশালায় 'জাতীয় কবি' এবং 'বিদ্রোহী কবি' কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধসহ সাহিত্যসমগ্রে বিভিন্ন ভাষার শব্দ ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে শব্দের শক্তিমত্তার প্রকাশ সম্পর্কে "নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ শব্দানুষঙ্গ" শীর্ষক ধারণাপত্রটি উপস্থাপন করেন। তিনি ধারণাপত্রের

উপস্থাপনা শুরুর পূর্বে কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা নিয়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। এই সম্পর্কে এটি তাঁর প্রথম গবেষণা নয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরবর্তী সময়কে কাজে লাগিয়ে ১৯৯৬ সালে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের এক বছর মেয়াদী একটি বৃত্তির আওতায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। সেই গবেষণাকর্মটি বই আকারে কবি নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৯৭ সালে *নজরুল-শব্দপঞ্জি* নামে প্রকাশিত হয়।

তিনি ধারণাপত্রের মূল আলোচনা শুরু করেন বাংলাদেশের সৃষ্টিকথা দিয়ে। তিনি বলেন, "রূপকার্থে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে একটি ঘর ধরা হলে সেই ঘরের প্রধান খুঁটিটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) এবং আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি এবং বিকাশে এই প্রধান তিন স্তম্ভ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (রাজনৈতিক) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম (সাহিত্যিক বা চেতনাগত বা বুদ্ধিবৃত্তিক)-এর চিন্তার প্রতিফলন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হয়।"

তিনি বলেন, 'কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক কবি ছিলেন। বলা হয়ে থাকে তিনি ১৯৪১ সালে যখন বাকরুদ্ধ হয়ে যান, তখন যদি তিনি বাকরুদ্ধ না হতেন ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষের যে বিভাজন হয়েছে, সে রকমটা নাও হতে পারতো। এই যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের ধারণা সেটি আমরা সাহিত্যিকদের কাছ থেকে, বিশেষত কাজী নজরুল ইসলামের কাছ থেকে পেয়েছি। কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। তাই তাঁর চিন্তার প্রতিফলন আমাদের এই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে থাকা উচিত। বাংলাদেশ সরকার সে বিষয়ে চেষ্টা করছেন এবং সেটা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমাদেরও ভূমিকা রয়েছে।'

"নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ শব্দানুষঙ্গ" শিরোনামের ধারণাপত্রের মূল আলোচ্য বিষয়গুলো হলো:

১. নজরুলের কাব্য-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য
   - ক. নজরুল বাংলা সাহিত্যের অনন্য সৃজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি;
   - খ. কবিতার বিষয় ও বক্তব্য প্রকাশে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার বাইরে গিয়ে কাব্যচর্চা করেছেন;
   - গ. বাংলাকাব্যে তিনি মোহিতলাল মজুমদারের মত দেহজ প্রেমের আকাঙ্ক্ষানির্ভর কবিতা রচনা করেন;
   - ঘ. তিনি বাংলাকাব্যে বিদ্রোহী ভাবধারার অন্যতম রূপকার;
   - ঙ. তিনি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক কবি;
   - চ. তিনি বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তম কবিদের অন্যতম;
   - ছ. তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

২. নজরুলের কাব্যভাষা
   - ক. নজরুল তাঁর কাব্যভাষায় বক্তব্য প্রকাশের মতই উচ্চকিত, উদ্দাম এবং উদ্দীপনামুখর;
   - খ. তাঁর কাব্যভাষার মধ্যে তিনি প্রেমের এক শারীরিক উদ্দামতাকে নির্মাণ করে গেছেন;
   - গ. তাঁর কবিতার ভাষার মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে দ্রোহ ও শৃঙ্খলমুক্তির শ্লোগান;
   - ঘ. তাঁর কবিতার ভাষায় রূপায়িত হয়েছে অসম্প্রাদয়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা;
   - ঙ. রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় তিনি নির্মাণ করেছেন এক নতুন কাব্যভাষা যা তাঁর নিজস্বতা সূচিত করে;
   - চ. অসম্প্রদায়িকতা ও নজরুলের কাব্যভাষা।

৩. নজরুলের কবিতায় শব্দনির্মাণ কৌশল
   - ক. দ্রোহভাব ও শব্দানুষঙ্গ;
   - খ. শরীরী প্রেম ও নজরুলের শব্দপ্রয়োগ;
   - গ. নজরুলের অভিনব শব্দপ্রয়োগ ও শব্দসৃজন বৈশিষ্ট্য;
   - ঘ. নজরুলের শব্দসৃজনের কৌশল;
   - ঙ. সাদৃশ্য ব্যবহার;
   - চ. যৌগিক শব্দের ব্যবহার;
   - ছ. শব্দসৃজনে হাইফেনের ব্যবহার;
   - জ. আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ;
   - ঝ. নজরুলের শৈলী ও শব্দ।

আলোচক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য" শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থাপিত "নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ শব্দানুষঙ্গ" শিরোনামের ধারণাপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের বিস্ময়, আমাদের মনন ও সমাজ-সংস্কৃতির কবি। তিনি বাঙালির কবি, বাংলা ভাষার কবি। তাঁকে নিয়ে গর্ব করার অনেক কারণ রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের দিগন্ত বেশ বিস্তৃত। এই আলোচনায় নজরুলকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব ছিলো না। তবে তাঁর কবিতায় ও গানে শব্দের বৈচিত্র্যের প্রাসঙ্গিক দিকগুলো ধারণাপত্রে উঠে এসেছে।

তিনি বলেন, কাজী নজরুল ইসলামের লেখায় স্থান পেয়েছে মানবতা, পরমতসহিষ্ণুতা, অন্যায়ের প্রতিবাদ, ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান প্রভৃতি। মানবপ্রেম, সাম্য এবং সৌহার্দ্য তাঁর লেখার আকর হয়েছে। তাই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অগ্নিবীণা*-তেই হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ অসাধারণ দক্ষতায় সংস্থাপিত হয়েছে।

"নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য" শীর্ষক কর্মশালাটিতে সভাপতির বক্তব্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন নজরুলের ভাষা নিয়ে বলেন, 'নজরুল তাঁর লেখনীতে এবং জীবনাচরণে বর্ণিল, বিচিত্র, ব্যতিক্রম একজন ব্যক্তিত্ব।' বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করলেও মুসলমান এবং হিন্দুর সংখ্যাই বেশি। তাই তিনি নজরুল সাহিত্য থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং নজরুলের ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা এবং অসাম্প্রদায়িকতা - উভয় বিষয় তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

তিনি বলেন যে, 'নজরুল অসাম্প্রদায়িক যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন সাম্যের কবি। বৈষম্য দূরীকরণের জন্য তিনি হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন।' কবিতায় অসাম্য প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, দেয়াল ভাঙবেন এবং হানাহানি ভুলবেন। কবির ভাষায়-

মোরা এক জননীর সন্তান সব জানি
ভাঙব দেয়াল, ভুলব হানাহানি

সভাপতি মহোদয় কবি নজরুলের বৈচিত্র্যময় শব্দ ব্যবহারের আলোচনার পাশাপাশি নজরুলের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দালংকার ও অর্থালংকার নিয়েও আলোচনা করেন। শব্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারে নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষায় যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিলেন তার উদাহরণে তিনি নজরুলের কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বলেন-

শোন্ দামাম কামান তামান সামান
নির্ঘোষি' কার নাম
পড় 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম!

তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ মহোদয়ের প্রতি এই ধরনের কর্মশালা এবং সেমিনারের আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রমের পরিসর বাড়ানোর আহ্বান জানানা।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ।

কর্মশালা-৩: "তথ্য অধিকার আইন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ"

২৮ জুন ২০২২ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১২.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক "তথ্য অধিকার আইন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম।

সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মাহবুবা আক্তার। ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মাদ। আলোচক হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব তাহমিনা হক এবং সেগুনবাগিচা, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট-এর সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম মিঠু। 'তথ্য অধিকার আইন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণসহ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

'তথ্য অধিকার আইন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন তালুকদার

কর্মশালা-৪: 'মাইগভ ওরিয়েন্টেশান'

৩০ জুন ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ইনস্টিটিউটের ভাষা গবেষণাগারে (৪র্থ তলা) 'মাইগভ ওরিয়েন্টেশান' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মাহবুবা আক্তার। আলোচনা ও অনুশীলনে ছিলেন এটুআই-এর ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম এবং এটুআই-এর ইয়াং প্রফেশনাল জনাব তানভীরা তাবাসসুম।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মাহবুবা আক্তার। তিনি সেমিনারে উপস্থিত সভাপতি, প্রশিক্ষকদ্বয়, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং স্বাগত জানিয়ে তাঁর

বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বস্তরের সেবাকে ডিজিটাল সেবা হিসেবে রূপদানের ক্ষেত্রে মাইগভ প্ল্যাটফর্ম যুগোপযোগী ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম। এ প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রচলিত ডিজিটালাইজেশনের পাশাপাশি দ্রুততম সময়ে ও সহজ উপায়ে সেবাগ্রহণকারী বা নাগরিকগণ সরকারি সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারবে।

'মাইগভ ওরিয়েন্টেশান' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ

আলোচনাপর্বে এটুআই-এর ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, সরকারি বিভিন্ন সেবাসমূহকে একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম-এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের জন্য 'মাইগভ' নামক একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দ্রুততম সময়ে ডিজিটাল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এবং ইউএনডিপি-এর সহায়তায় পরিচালিত অ্যাম্পায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের উদ্যোগে 'আমার সরকার' বা 'মাইগভ' প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করা হয়েছে। আলোচনাপর্বে আলোচক 'আমার সরকার' বা 'মাইগভ' প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে যে সকল সমস্যার সমাধান করা যায় সেগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মাইগভ প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে সেবা নেওয়ার জন্য সেবাগ্রহিতার কাছে একাধিক বার একই স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন কমে আসবে; অত্যধিক দলিল দস্তাবেজের ব্যবহার, সনাক্তকরণ সংক্রান্ত জটিলতা, অতিরিক্ত অর্থের অপচয় কমে আসবে এবং অতিরিক্ত সময় ব্যয় রোধ করা সম্ভব হবে। মাইগভ টেকনোলজি হাবের মাধ্যমে সরকারের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল সিস্টেমের মধ্যে আন্তঃসংযোগ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। আলোচনায় তিনি সেবাগ্রহিতা/নাগরিকদের প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ তুলে ধরেন এভাবে- মাইগভ প্ল্যাটফর্ম মূলত পাঁচ ধরনের সার্ভিস এক্সেস চ্যানেলের মাধ্যমে সেবাগ্রহিতা বা নাগরিকদের সর্বোচ্চ এক্সেসিবিলিটি নিশ্চিত করে থাকে। সেগুলো হলো:

- মাইগভ ওয়েব (mygov.bd)
- মাইগভ অ্যাপ
- ৩৩৩ কল সেন্টার
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার
- সেবাপ্রদানকারীর নিজস্ব ডিজিটাল সিস্টেম

মাইগভ ওরিয়েন্টেশান কর্মশালার অনুশীলন পর্বে এটুআই-এর ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম এবং এটুআই-এর ইয়াং প্রফেশনাল জনাব তানভীরা তাবাসসুম অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে অনুশীলনী কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষকগণ প্রথমে কীভাবে লগইন এবং নিবন্ধন করতে হয় সেগুলো ধাপে ধাপে দেখিয়ে দেন। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে মাইগভ প্ল্যাটমফর্মের প্রশিক্ষণসংক্রান্ত ওয়েবসাইট www.training.mygov.bd-এ প্রবেশ করে নিজ নিজ একাউন্ট খোলার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে কীভাবে পুনরুদ্ধার করতে হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষকগণ হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেন। এরপর প্রোফাইল ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম-এর প্রোফাইল আপডেটকরণ, পাসওয়ার্ড পরিবর্তন বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান দেন। সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা সংক্রান্ত তথ্য বের করে কীভাবে আবেদন করতে হয় তা বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দেন।

মাইগভ ওরিয়েন্টেশান শীর্ষক কর্মশালার সভাপতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ উপস্থিত প্রশিক্ষকগণ ও প্রশিক্ষণার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, একুশ শতকে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন তার বাস্তবায়ন মানুষের জীবন যাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব ও প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বর্তমানে সকল স্তরে যে ডিজিটাল সেবা ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে তা তথ্য-প্রযুক্তি ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে, যা বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। উক্ত কর্মশালায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এপ্রিল-জুন ২০২২ কালব্যাপী অভ্যন্তরীণ (In-house) আট (০৮) টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণগুলো হলো–

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১: 'ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ' [Foundation Training on Linguistics]

২৪ এপ্রিল ২০২২ থেকে ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে "ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (Foundation Training on Linguistics)" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মোট ৩০ (ত্রিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'রূপতত্ত্ব' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; 'ধ্বনিবিজ্ঞান' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান; 'ধ্বনিতত্ত্ব' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সোনিয়া ইসলাম নিশা; 'অর্থবিজ্ঞান' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ফিরোজা ইয়াসমিন; 'উপভাষা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফিন রুবাইয়াত; 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ (সৌরভ সিকদার)। প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-২: 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল'

১৯ মে ২০২২ তারিখে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন এবং 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও এপিএ বিষয়ক ধারণা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'আচার-আচরণ, দাপ্তরিক কাজে-কর্মে শুদ্ধাচার-চর্চা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মাহবুবা আক্তার; 'সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর সংযুক্ত কর্মকর্তা অধ্যাপক মোঃ আবদুর রহিম; 'তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রচার, তথ্য ও যোগাযোগ) মোঃ মিজানুর রহমান; 'ভাষা জাদুঘর, লাইব্রেরি, আর্কাইভ সম্পর্কে ধারণা প্রদান' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) নাজমুন নাহার; 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রশাসন) মোঃ সাইফুল ইসলাম।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৩: 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা'

২৪ মে ২০২২ তারিখে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে সাধারণ ধারণা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মাহবুবা আক্তার; 'অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) নিয়োগ পদ্ধতি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার কাজের পরিধি' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রশাসন) মোঃ সাইফুল ইসলাম; 'আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ পদ্ধতি ও আপিল কর্মকর্তার কাজের পরিধি' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) নাজমুন নাহার; 'অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলের গঠন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলের কার্যপরিধি' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর সংযুক্ত কর্মকর্তা অধ্যাপক মোঃ আবদুর রহিম; 'অভিযোগ ও আপিল দাখিল পদ্ধতি' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রচার, তথ্য ও যোগাযোগ) মোঃ মিজানুর রহমান।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৪: 'তথ্য অধিকার আইন ও দাপ্তরিক আচার-আচরণ'

২৫ মে ২০২২ তারিখে 'তথ্য অধিকার আইন ও দাপ্তরিক আচার-আচরণ' শীর্ষক দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রদান' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'সরকারি কর্মচারী আচারণ বিধিমালা-২০১৮' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর সংযুক্ত কর্মকর্তা অধ্যাপক মোঃ আবদুর রহিম; 'তথ্যের ক্যাটেগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তুতকরণ' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) নাজমুন নাহার; 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রচার, তথ্য ও যোগাযোগ) মোঃ মিজানুর রহমান; 'দাপ্তরিক আচার-আচরণ' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মাহবুবা আক্তার; 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা- ২০০৯' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৫: 'ই-নথি ব্যবস্থাপনা'

২৬ মে ২০২২ তারিখে 'ই-নথি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'ই-নথি ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে সাধারণ ধারণা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'ডাক আপলোড (দাপ্তরিক/নাগরিক), খসড়া ডাক সংরক্ষণ, রশিদ প্রিন্ট, আপলোডকৃত ডাক প্রেরণ, ডাক প্রেরণ, ডাক ট্র্যাকিং ও ডাক আর্কাইভ করা, ডাক নথিজাত করা, প্রেরিত আর্কাইভকৃত ও নথিজাতকৃত ডাক ফেরত আনা, নিবন্ধন বহি এবং প্রতিবেদন' শীর্ষক ২টি অধিবেশন পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই জাতীয় বিশেষজ্ঞ এটিএম আল ফাত্তাহ; 'ই-নথি সিস্টেমে লগইন প্রক্রিয়া, প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা ও একসেবা বিষয়ে ধারণা এবং নথির ধরন তৈরি, নথি তৈরি, নথিতে অনুমতি প্রদান, অনুমতি প্রত্যাহার ইত্যাদি' শীর্ষক ২টি অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (অর্থ) শেখ শামীম ইসলাম; 'আগত নথি দেখা, নথিতে সিদ্ধান্ত প্রদান, অনুমতি সংশোধন এবং পরবর্তী প্রাপককে প্রেরণ' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান খান।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৬: 'সিটিজেন চার্টার'

২৯ মে ২০২২ তারিখে 'সিটিজেন চার্টার' শীর্ষক দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সিটিজেন চার্টার বিষয়ে ধারণা প্রদান' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'এপিএ'র সাথে সিটিজেনস চার্টারের সমন্বয় বিষয়ক আলোচনা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মাহবুবা আক্তার; 'সিটিজেন চার্টার বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর সংযুক্ত কর্মকর্তা অধ্যাপক মোঃ আবদুর রহিম; 'সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ বিষয়ক আলোচনা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ; 'সিটিজেনস চার্টারের কার্যকারিতা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রশাসন) মোঃ সাইফুল ইসলাম; 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনসস্টিটিউট সিটিজেন চার্টার' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (অর্থ) শেখ শামীম ইসলাম।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৭: 'সরকারি কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার'

০১ জুন ২০২২ থেকে ০২ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য "সরকারি কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার" শীর্ষক ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মোট ৪০ (চল্লিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'বাংলা ধ্বনি, বর্ণ ও প্রমিত বাংলা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'বাংলা শব্দ ও শব্দগঠন এবং বাংলা বাক্যগঠন' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; 'প্রমিত বাংলা উচ্চারণ' শীর্ষক বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ; 'বাংলা বিরামচিহ্ন' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌরভ সিকদার; 'বাংলাভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ এবং বাংলা বানান' শীর্ষক ২টি অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর; 'বানান ও অভিধানের ব্যবহার' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন বাংলা একাডেমির অভিধান ও বিশ্বকোষ উপবিভাগের কর্মকর্তা মতিন রায়হান; 'বাংলা পরিভাষা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন বাংলা একাডেমির অভিধান ও বিশ্বকোষ উপবিভাগের কর্মকর্তা রাজিব কুমার সাহা; 'লিখন সম্পাদনা ও প্রুফ রিডিং' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান; 'প্রযুক্তি ও প্রমিত বাংলা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরামর্শক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ মামুন-অর-রশীদ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৮: 'ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন'

২২ জুন ২০২২ তারিখে 'ই-গভর্ণ্যান্স ও উদ্ভাবন' শীর্ষক দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন বিষয়ক সাধারণ ধারণা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন, বিবিধ এবং ই-নথি কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা' শীর্ষক ২ (দুই)-টি অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির; 'সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) নাজমুন নাহার; 'ই-গভর্নেন্স সংক্রান্ত উত্তমচর্চাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মাহবুবা আক্তার; 'উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান খান।

পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এপ্রিল-জুন ২০২২ কালব্যাপী দুই ধরনের পরিদর্শন কার্য সম্পাদিত হয়েছে। যথা–

এক. আমাই কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মাতৃভাষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মাঠ পরিদর্শন; এবং

দুই. অংশীজন কর্তৃক আমাই-এর লাইব্রেরি, ভাষা-জাদুঘর ও বিশ্বের লিখন-বিধি আরকাইভ পরিদর্শন।

উভয় ধরনের পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্য হলো–

এক. আমাই কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মাতৃভাষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মাঠ পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান নৃজনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট থেকে এপ্রিল-জুন ২০২২ কালে পরিদর্শন কার্য সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে দেশের মোট সাতটি জেলাকে তিনটি অংশে ভাগ করে এই পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরিদর্শনকৃত জেলাগুলো হলো– খাগড়াছড়ি, বাঙামাটি, বান্দরবন, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ। জেলাগুলো পরিদর্শনকৃত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

মাঠ পরিদর্শন-১: উদ্ভাবন কার্যক্রম হিসেবে আমাই কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলায় অবস্থিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য দপ্তর পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন বা সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'শুদ্ধাচার জাতীয় কৌশল' প্রণয়ন এবং অব্যাহতভাবে অনুশীলন করে আসছেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় দেশে-বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করার নিমিত্ত ২৩-২৫ জুন ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ০৫ (পাঁচ) সদস্যের [জনাব মাহবুবা আক্তার, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ); জনাব নাজমুন নাহার, উপপরিচালক (আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার); জনাব নিগার সুলতানা, উপপরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা); জনাব ছাবিয়া ইয়াসমিন, সহকারী পরিচালক (আর্কাইভ, জাদুঘর ও গ্রন্থাগার) এবং জনাব সিফেন ত্রিপুরা, গবেষণা কর্মকর্তা, আমাই] একটি টিম খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শন করেন। এ পরিদর্শনের মাধ্যমে উক্ত জেলাসমূহের বাংলাসহ বিভিন্ন নৃ-ভাষা, তাদের সংস্কৃতি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য নতুন চিন্তার দ্বার উন্মোচন করেছে যা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ ও গবেষণা উন্নয়নে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী ধারণা গঠন কাজকে উৎসাহিত করতে কর্তৃপক্ষ সদা সচেষ্ট রয়েছেন। সুষ্ঠুভাবে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রয়োগমুখী করা প্রয়োজন। এজন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উদ্ভাবনী ধারণা গঠনে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি; জেলা প্রশাসন, খাগড়াছড়ি; জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি; চাকমা সাহিত্য একাডেমি, খাগড়াছড়ি; খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙামাটি; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান পরিদর্শন করা হয়।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি-এর জাদুঘর পরিদর্শন

মাঠ পরিদর্শন-২: *মাতৃভাষা পিডিয়ার* তথ্য সংগ্রহের জন্য ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ভ্রমণ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় দেশে-বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং ভাষার তথ্য-সংগ্রহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২৫-২৭ জুন, ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে ০৫ (পাঁচ) সদস্যের [প্রফেসর মোঃ আবদুর রহিম, সংযুক্ত কর্মকর্তা, গবেষণা বিভাগের দায়িত্ব, আমাই; জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ), আমাই; জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সংযুক্ত কর্মকর্তা, উপপরিচালক (প্রশাসন)-এর দায়িত্ব, আমাই; জনাব শেখ শামীম ইসলাম, সংযুক্ত কর্মকর্তা, উপপরিচালক (অর্থ)-এর দায়িত্ব, আমাই; জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান খান, সংযুক্ত কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)-এর দায়িত্ব, আমাই;] একটি দল

রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোদাগাড়ী, নাচোল ও রোহানপুর উপজেলা পরিদর্শন করেন।

গোদাগাড়ী উপজেলায় নৃগোষ্ঠী ভাষা সংগ্রহের একাংশ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী ধারণাকে উৎসাহিত করতে কর্তৃপক্ষ সদা সচেষ্ট রয়েছেন। সুষ্ঠুভাবে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রয়োগমুখী করা প্রয়োজন। এজন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উদ্ভাবনী ধারণা গঠনে সহায়ক হবে বলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বাস করে। সেই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক পরিচালিত এই পরিদর্শনের মাধ্যমে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রচলিত বিভিন্ন উপভাষা ও নৃভাষা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা করেন। তারা মনে করেন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বাস্তবায়নকৃত নৃভাষাগোষ্ঠীর ভাষা ও জীবন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে তাদের গবেষণার কাজে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। তাঁরা রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং নৃগোষ্ঠীর পল্লিসমূহ পরিদর্শন করেন।

মাঠ পরিদর্শন-৩: *মাতৃভাষা পিডিয়া* ও নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ সংক্রান্ত পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান নৃভাষার বর্তমান বিপন্ন অবস্থা বিবেচনা করে নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে *মাতৃভাষা পিডিয়া* রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। *মাতৃভাষা পিডিয়া* রচিত হলে নৃভাষার শব্দকোষ বা অভিধান নির্মাণের কাজও এগিয়ে যাবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে মাঠ পর্যায়ে নৃভাষা তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ২৮-৩০ জুন, ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে *মাতৃভাষা পিডিয়া* প্রকাশের উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর নেতৃত্বে ইনস্টিটিউটের ০৫ (পাঁচ) সদস্যের [প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক, আমাই; জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ, উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর), আমাই; জনাব মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), আমাই; জনাব ড. নাজনিন নাহার, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা, অভিধান ও অনুবাদ), আমাই; জনাব সংগীতা রুদ্র, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও সেমিনার), আমাই;] একটি দল দিনাজপুর জেলার সদর, বিরল, বীরগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ও কাহারোল উপজেলা এবং পঞ্চগড় জেলার বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলা পরিদর্শন করেন।

দিনাজপুর সার্কিট হাউজে বঙ্গবন্ধুর মুরালের সামনে

ওঁরাও নৃগোষ্ঠীর সাথে পরিদর্শনকারী দল

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) থেকে পরিচালিত এই পরিদর্শনের মাধ্যমে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রচলিত বিভিন্ন উপভাষা ও নৃভাষা, বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি,

নৃগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি পরিদর্শনকারী দলটিকে উদ্দীপিত করেছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বাস্তবায়নকৃত নৃভাষাগোষ্ঠীর ভাষা ও জীবন সম্পর্কিত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঠিকভাবে গবেষণাধর্মী কাজে প্রয়োগ করা যাবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং নৃগোষ্ঠীদের পল্লি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে: ওঁরাও নৃগোষ্ঠী পল্লি, দিনাজপুর সদর; সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী পল্লি, দিনাজপুর সদর; কোচ নৃগোষ্ঠী পল্লি, দিনাজপুর সদর; বীরগঞ্জ সরকারি কলেজ, বীরগঞ্জ উপজেলা, দিনাজপুর; কোড়া নৃগোষ্ঠী পল্লি, হালজায় গ্রাম, বিরল উপজেলা, দিনাজপুর; কান্তজীর মসজিদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা, কাহারোল উপজেলা, দিনাজপুর; নয়াবাদ মসজিদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা, কাহারোল উপজেলা, দিনাজপুর; রাজবাড়ি, দিনাজপুর সদর; রামসাগর, দিনাজপুর সদর; জেলা প্রশাসন, দিনাজপুর; সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী পল্লি, বোদা উপজেলা, পঞ্চগড়; দেবীগঞ্জ উপজেলা, পঞ্চগড়।

দুই. অংশীজন কর্তৃক আমাই-এর লাইব্রেরি, ভাষা-জাদুঘর ও বিশ্বের লিখন-বিধি আরকাইভ পরিদর্শন

এপ্রিল-জুন ২০২২ কালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরি, ভাষা-জাদুঘর ও আরকাইভ পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

লাইব্রেরি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের সব মানুষের মাতৃভাষার বিকাশ, সংরক্ষণ এবং বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রায় ভাষার উন্নয়নের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। ভাষা গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠককে সেবাদানের নিমিত্ত এ প্রতিষ্ঠানে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার। আমাই ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৩০ থেকে বিকাল ৪:৩০ পর্যন্ত পাঠকদের ব্যবহারের জন্য খোলা থাকে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গ্রন্থাগারের সংগ্রহে মোট ১২৮৬৬টি পাঠ্যসামগ্রী রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্র ছাড়াও অভিধান, বিশ্বকোষ অন্যান্য কোষগ্রন্থ, বাংলা সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ধর্ম-সংস্কৃতি বিষক গ্রন্থ ও পত্রিকা, সাময়িকী, গেজেট ইত্যাদি সংগ্রহে এ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ। 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার এবং 'একুশে কর্নার' শীর্ষক দুটি কর্নার গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম বিষয়ক বইপত্র ও বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-চেতনা প্রতিফলিত গ্রন্থাদি। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বইপত্রাদির সংগ্রহ নিয়ে রয়েছে একুশে কর্নার।

এপ্রিল, ২০২২ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত আমাই গ্রন্থাগারে সৌজন্য কপি হিসাবে ৪৮টি বই গ্রহণ করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গ্রন্থাগারে সংযোজিত উল্লেখযোগ্য বইসমূহ হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিবেদিত কিশোর কবিতা', 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিবেদিত গল্প', 'মুজিব চিরন্তর ঐতিহাসিক দশদিন', 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ', 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিবেদিত কবিতা', 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিবেদিত ছড়া ও কিশোর কবিতা', 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিবেদিত লোককবিতা', 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে নির্বাচিত প্রবন্ধ', 'Voice of the Vortex', 'Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি অফিসের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারে উল্লিখিত প্রকাশনাসমূহ সৌজন্য উপহার প্রদান করা হয়।

ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতিত) সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শকের জন্য উন্মুক্ত। এখন পর্যন্ত বিনা ফি-তেই যে কোন দর্শনার্থী এ স্থানটি পরিদর্শন করতে পারেন। ১লা এপ্রিল ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৭ জন দর্শনার্থী ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে লিখিত মন্তব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মন্তব্য নিচে উপস্থাপন করা হলো:

- ০৪ এপ্রিল ২০২২: মুন্সিগঞ্জ নতুন গাঁও থেকে শিক্ষার্থী সুমাইয়া প্রথমবারের মতো ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষা-জাদুঘরে আজ আমি আর আমার মা এসেছি। সর্বদা আমি বইতে পড়েছিলাম কিন্তু নিজ চোখে দেখে ভালো লাগলো না তা বললে মিথ্যা বলা হবে।'
- ১০ মে ২০২২: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী সুমাইয়া রহমান প্রথম বারের মতো ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভিতরে যে ভাষা-জাদুঘর আছে জানা ছিল না। জাদুঘরটা দেখে খুব ভালো লেগেছে। বিভিন্ন দেশ, দেশের ভাষা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ভাষার ইতিহাস জানতে পেরে খুব ভালো লেগেছে।'

- ১০ মে ২০২২: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামিয়া ইসলাম প্রথমবারের মতো ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন 'দেশ ও ভাষা নিয়ে খুব সুন্দর করে বিস্তারিত তথ্য সাজানো হয়েছে জাদুঘরটিতে। খুব সহজেই অনেক কিছু জানতে পেরেছি। সুন্দর একটি অভিজ্ঞতা তৈরি হলো।'
- ১০ মে ২০২২: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দিবা দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'হঠাৎ করেই ঘুরতে বের হলাম কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই। কিন্তু এমন সুন্দর একটা জায়গা আছে আমাদের আশে পাশেই-এটা জানা ছিল না।'
- ২৫ মে ২০২২: 176th BCS (Education cadre) FTC Batch, RDA Bogura থেকে ১০ জনের একটি গ্রুপ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'Very nice decoration, informative and visitor friendly.'

প্রশিক্ষণার্থীদের আমাই ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শনের একাংশ

- ০৫ জুন ২০২২: দ্য কর্পোরেট এন্ড ব্যাংকিং এর সাংবাদিক ও গবেষক নজরুল ইসলাম বশির প্রথমবারের মতো ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন 'রাস্তার সাথে প্রবেশ দ্বারে ভাষা-জাদুঘরের একটি সাইনবোর্ড রাখা হলে মানুষ জানতে পারবে যে এখানে একটি ঐতিহাসিক ভাষা-জাদুঘর রয়েছে।'
- ১৬ জুন ২০২২: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোছাঃ সাফিয়া খাতুন প্রথমবারের মতো ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষা যেকোনো জাতির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। আর মাতৃভাষা সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো জাদুঘর থেকেই সে জাতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। মাতৃভাষা জাদুঘর পুরো পৃথিবীর মানুষের ভাষার দর্শন স্বরূপ বলেই মনে হলো। এক ঝলকে পুরো বিশ্বের মানুষের ভাষা জানা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভীষণভাবে উপকৃত করবে।'
- ২০ জুন ২০২২: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের গবেষণা কর্মকর্তা মাহমুদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অদ্য ২০-০৬-২০২২ খ্রি. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর কয়েক মিনিট পরিদর্শন করে ভালোই অনুভূতি পেলাম, বিশ্বের অন্যান্য ভাষার সাথে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার সম্প্রচার আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধির আশা ব্যক্ত করছি।'

বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ পরিদর্শন

বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ (সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৩০ থেকে বিকাল ৪:৩০ পর্যন্ত প্রদর্শন ফি ব্যতীত পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকে); এপ্রিল, ২০২২ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট ৬৫ জন দর্শনার্থী বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ পরিদর্শন করেন। বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ পরিদর্শনকারী দর্শনার্থীরা পরিদর্শন বইয়ে বিভিন্নভাবে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। নিম্নে দর্শনার্থীদের কিছু মতামত তুলে ধরা হলো:

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১ পদকপ্রাপ্ত মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে লিখেছেন, "দেশের মধ্যেই বিশ্ব মানের বিভিন্ন লিপির আর্কাইভ দেখে ভালো লাগলো। দেশের সকল নৃগোষ্ঠীর ভাষা দিয়ে আর্কাইভটি আরো সমৃদ্ধ করা যায়।"
- নয়া বাজার কলেজের প্রভাষক বিথী রাণী দাস বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে অভিমত ব্যক্ত করেন, "বিভিন্ন ভাষার লিপি সম্পর্কে জানার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অসাধারণ সাজসজ্জা।"
- বিনয়কৃষ্ণ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র বিশ্বাস বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "লিখন-বিধি আর্কাইভ সত্যিই সমৃদ্ধ ও প্রাগৈতিহাসিক। যা আমাদের আগামী প্রজন্মকে জানাতে ও বুঝাতে পারলে জাতি অনেক উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি। এর প্রচার ও প্রসারণ খুবই জরুরি। ধন্যবাদ কর্তৃপক্ষকে।"
- দুয়ারীপাড়া সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক মোছা. সোনিয়া আফরিন বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে বলেন, "ভীষণ চমৎকার এবং সমৃদ্ধ একটি আর্কাইভ পরিদর্শন করলাম। সংগৃহীত বিভিন্ন দুর্লভ লিপি দেখে নিজেকে কিছুটা হলেও সমৃদ্ধ করলাম। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু: বাংলাভাষা থেকে বাংলাদেশ গ্যালারিটি ইতিহাসের মানুষ হিসেবে আপ্লুত করেছে।"

আমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানসমূহ

- ০২ এপ্রিল ২০২২ তারিখ শনিবার বাংলাদেশ স্কাউট কর্তৃক সকাল ০৯:০০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা পর্যন্ত মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ০৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখ সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বাংলাদেশ স্কাউটস ও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
- ১২ জুন ২০২২ তারিখ রবিবার বিকাল ০৩:০০টায় দেশবরেণ্য সাংবাদিক, কলামিস্ট, লেখক ও সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরী'র স্মরণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। সভায় সভাপতিত্ব করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মশিউর রহমান।
- ১৯ জুন ২০২২ তারিখ রবিবার প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে বেলা ০২:০০টায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ২০২১-২২ অর্থবছরের উপবৃত্তি, টিউশন-ফি এবং ভর্তি সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.।
- ২০ জুন ২০২২ তারিখ সোমবার বিকাল ০৩:০০টায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এর উদ্যোগে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি" কার্যক্রমের সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.।
- ২৬ জুন ২০২২ তারিখ রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০২২' প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত বছরের সেরা মেধাবী ১৫ জনকে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে (ভার্চুয়াল) অংশগ্রহণ করেন।

প্রাপকের অবর্তমানে নিচের ঠিকানায় ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
E-mail: imli.moebd@gmail.com, Phone: 88-02-8391346
Website: www.imli.gov.bd

প্রাপক

.....

.....

.....

সম্পাদক : প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : মোঃ আজহারুল আমিন

যুগ্ম-সম্পাদক : শাহ্‌নাজ পারভীন

সহ-সম্পাদক : ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত ও ..... থেকে মুদ্রিত।